তারিখ ... 04 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৪...

দৈনিক আমাদের সময়

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলার অনুমোদন দেবে না সরকার

এম এইচ রবিন ●

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার খোলার অনুমোদন দেবে না সরকার। বাংলাদেশে স্টাডি সেন্টার খোলায় আগ্রহী কয়েকটি দেশের আবেদনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়েছিল। তবে মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দিয়েছে।

জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে ইউজিসিকে। এ অবস্থায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের অনুমোদন দিলে উচ্চশিক্ষায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এমনকি সনদবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে টাকার বিনিময়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সে কারণে আপাতত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার খোলার অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ইউজিসিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, স্টাডি সেন্টার খোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চেয়ে ২৯ জুন ইউজিসির উপ-পরিচালক ড. দুর্গা রানী সরকার পৃথক দুটি পত্র দেন। তাতে বলা হয়, এশিয়ান সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলোজির কাছ থেকে স্টাডি সেন্টার খোলার বিষয়ে একটি আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদনপত্র যাচাই ও অবকাঠামো সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করে। এতে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লাকে আহ্বায়ক, ইউজিসি সচিব ড. মো. খালেদকে সদস্য ও দুর্গা রানী সরকারকে সদস্য সচিব করা হয়। ওই কমিটি আবেদনপত্র যাচাই এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে স্টাডি সেন্টার খোলার সুপারিশ করে। একই ভাবে একই কমিটি ব্যাক ইন্টারন্যাশনালের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্টাডি সেন্টার খোলার সুপারিশ করে। এর আগে এডুকো বাংলাদেশ লিমিটেড অস্টেলিনা ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি সেন্টার নামে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির শাখা, বাংলাদেশে [illegible] জন্য ইউজিসিতে আবেদন করে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি দুর্গা রানী সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পত্র দেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে ইউজিসির ১২ সদস্যের একটি টিম অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষা সফর করে। ওই সময়ে প্রতিনিধি দল অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটি ও মোনাশ কলেজ প্রাইভেট লিমিটেডের ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে। দুটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) হেলাল উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া আছে। আপাতত কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার খোলার অনুমোদন দেওয়া হবে না। তারপরও নতুন করে ইউজিসি মতামত জানতে চাইলে আগের সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসিকে পত্র দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আট মাস আগে একই সিদ্ধান্তের কথা ইউজিসিকে জানালেও নতুন করে স্টাডি সেন্টার খোলার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইউজিসির এক কর্মকর্তা স্টাডি সেন্টার খোলার বিষয়ে অতিউৎসাহী বলে অভিযোগ রয়েছে। কারণ গত ২৭ মার্চ আপাতত স্টাডি সেন্টার খোলা সমীচীন হবে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ওই চিঠির পর ফের স্টাডি সেন্টার খোলার মতামত জানতে চেয়ে ইউজিসির চিঠি দেওয়ার বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছেন না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউজিসির উপ-পরিচালক ড. দুর্গা রানী সরকার বলেন, এ বিষয়ে আমার তেমন জানা নেই। আমি কোনো কথা বলতে পারব না। আমার কথা বলা নিষেধ আছে।

বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সনদ বাণিজ্যসহ নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ ও আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও প্রশ্নবিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি (বিওটি) ও সিন্ডিকেট সদস্যরাও জড়িয়ে পড়ছেন দুর্নীতিতে। যে কারণে নিয়মিত অডিট পর্যন্ত হয় না। এমনকি নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্টসহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দায় নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ইউজিসিকে। এর পর আবার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার খোলার অনুমোদন দেওয়া হলে আরও বেশি বিশৃঙ্খলায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ৩১ মে সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনার জন্য একটি বিধিমালা জারি করে।